সণ্ডৈশ পত্রিকার একশো দুই বছর

ড. শর্মিষ্ঠা নিয়োগী

অ্যাসিস্তেন্ত প্রফেসর, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয়

বিশ্বের প্রথম সাময়িক পত্র Der Kinder Fruend অর্থাৎ The Childrens Friend প্রকাশিত হয় ১৭৭৫ সালে, তমনীতে, সম্পাদক ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান ফেলিক্স ওয়েইস্। ওয়েইস্ তাঁর শিশুপাঠ্য পত্রিকাতির কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দেন। প্রথমত, বিষয় হবে একই সঙ্গে শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক। কিন্তু সেই শিক্ষাদান হবে হালকা চালে, গল্পের ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়ত, প্রচুর সুণ্ডর ও আকর্ষণীয় ছবি থাকবে এবং প্রচ্ছদ হবে মন কাড়া। তৃতীয়ত, শিশু-কিশোরদের বুণ্ডি বিকাশের তন্য থাকবে ধাঁধাঁ হেঁয়ালি বা to do তাতীয় একতি বিভাগ। খুব আশ্চর্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি আত থেকে প্রায় একশো দুই বছর আগে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সণ্ডৈশ পত্রিকা ক্রিশ্চিয়ান ফেলিক্স ওয়েইস্-এর প্রদর্শিত পথ ধ'রেই এগিয়েছে।

বাংলা ১৩২০, ইংরেতী ১৯১৩ সালের ১লা বৈশাখ উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর সম্পদনায় সণ্ডৈশ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ের বিখ্যাত শিশুপাঠ্য পত্রিকাগুলি যেমন - সখা, সখা ও সাথী, শৈশব সখা, অঞ্জলি, মুকুল তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ছোতদের উপযোগী, তাদের মনের খোরাক হতে পারার মতো পত্রিকা আর একতিও নেই। সেই তাগিদই উপেন্দ্রকিশোরকে অনুপ্রাণীত করেছিল এরকম একতি পত্রিকা প্রকাশের তন্য। তার আরও একতা কারণ প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা', শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল', ভুবন মোহন রায় সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় নিয়মিত ছোতদের তন্য লিখতেন উপেন্দ্রকিশোর। শিশু সাহিত্য রচনার পাশাপাশি অঙ্গসজ্জা, পত্রিকার ছবি ছাপা, ব্লক তৈরি, বিশেষত হাফতোন ফোতোগ্রাফি নিয়ে অবিরাম ভাবনাচিন্তা করতেন। সখা, মুকুল, সখা ও সাথী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ট সংযোগ থাকার তন্য ছোতদের পত্রিকার লে-আউত, উপস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। এই বিষয়ে নিতের স্বপ্ন ও ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে উপেন্দ্রকিশোর প্রকাশ করলেন সণ্ডৈশ পত্রিকা। এতি গোড়ার দিকে ২২ নং সুকিয়া স্ত্রীতের বাড়ি থেকে প্রকাশিত হ'ত। মুদ্রন ও প্রকাশক ছিলেন ললিতমোহন গুপ্ত। পত্রিকাতি মুদ্রিত হ'ত ৬৪/১ নং সুকিয়া স্ত্রীতে অবস্থিত লক্ষ্মী প্রিন্তিং ওয়ার্কস থেকে।

উজ্জ্বল, মনোহর প্রচ্ছদ, অসাধারণ ইলাস্ত্রেশন, ফতোগ্রাফ, বড় বড় রঙিন ছবির সঙ্গে অনেক ভালো লেখার প্রকাশের তন্য সূচনাতেই সণ্ডৈশ পাঠকের নতর কেড়েছিল। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে উপেন্দ্রকিশোর তানিয়েছেন — 'আমরা যে সণ্ডৈশ খাই তাহার দুতি গুণ আছে। উহা খাইতে ভালো লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি সণ্ডৈশ নাম লইয়া সকলের নিকত উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুতি গুণ থাকে — অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার সণ্ডৈশ নাম সার্থক হইবে।'

এপ্রিল, ১৯১৩ থেকে ডিসেম্বর, ১৯১৫ পর্যন্ত আড়াই বছরের কিছু বেশি সময় ধ'রে — সব মিলিয়ে মোত ৩৩তি সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন উপেন্দ্রকিশোর। প্রথমদিকে সণ্ডৈশের প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই ভাই কুলদারঞ্জন রায় এবং প্রমদারঞ্জন রায়। এছাড়া প্রথিতযশা লেখকের মধ্যে সণ্ডৈশের লেখক তালিকায় ছিলেন — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নময়ী দেবী, বিতয়চন্দ্র মতুমদার, কালিদাস রায়, চণ্ডীচরণ বণ্ড্যোপাধ্যায়।

প্রথম বর্ষপ্রথম সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর লেখেন বাল্মীকির রামায়ণ নিয়ে গল্প 'প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় হাস্যরসে ভরপুর ভূতের গল্প 'তোলা আর সাত ভূত'। এরপর একে একে বেরোতে থাকে 'পৃথিবীর পিতা', 'ত্রিপুর', 'মহিষাসুর', 'শুম্ভ-নিশুম্ভ', 'গণেশ', 'গণেশের বিবাহ', 'অগস্ত্য', 'গঙ্গা আনিবার কথা'। এই পুরাণের গল্প গুলি ছাড়াও প্রচুর তথ্য সম্বলিত উপভোগ্য লেখা 'বাঘের গল্প', 'সুণ্ডরবনের তানোয়ার', 'মাকড়সা', 'শুকপাখি', 'সাপের খাওয়া' ইত্যাদি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে আর তার সঙ্গে ছাপা হয়েছে প্রাসঙ্গিক ফতো। যেমন সাপ কী করে ব্যাঙ গিলে খায়, ছাগল খাওয়ার পর অত্গারের কেমন চেহারা হয় — এসবই দেখানো হয়েছে ফতোগ্রাফের মধ্য দিয়ে। কুলদারঞ্জন বাংলায় অনুবাদ করেন 'রবিন হুড', স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, তুল ভের্ন, এইচ. তি ওয়েলস্-এর লেখা। প্রমদারঞ্জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র চাকরির সুবাদে তরিপের কাতে দুর্গম বনে তঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন— সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী নিয়ে তিনি লেখেন 'বনের খবর'। এর সঙ্গে মানানসই অপরুপ সব ছবি এঁকেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এছাড়াও সণ্ডৈশের পাতায় দু-চারতি বিদেশি ছবি ছাড়া সবই ছিল উপেন্দ্রকিশোরের নিতের হাতে আঁকা — ছেলে-বুড়ো সকালের বন হরণ করেছিল সেই লেখা ও ছবি। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সণ্ডৈশে লিখতে শুরু করেন উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার ও এবং কন্যা সুখলতা। গল্প-প্রবন্ধ-ছড়া-কবিতার পাশাপাশি ধাঁধাও ছাপা হ'ত সণ্ডৈশ পত্রিকায়। 'বিচিত্র সংবাদ' ও 'কথাবার্তা' — শিরোনামে দুতি অভিনব বিভাগ ছিল। 'কথাবার্তা' বিভাগে শিশু পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির প্রচেষ্টা ছিল, বলা হয়েছিল — 'তোমাদের কাহার কোন বিষয়ের চর্চা ভালো লাগে আমাদের তানিতে ইচ্ছা করে। আমরা যথাসাধ্য সেই চর্চায় যোগদিতে চেষ্টা করিব .... আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়াও অনেক উপকার এবং শিক্ষার উপায় আছে। আমাদের খেলা দিয়াও আমরা শরীর মনের উন্নতি করিতে পারি।' ১৩২০-র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে অর্থাৎ সণ্ডৈশের তৃতীয় সংখ্যা থেকে সুকুমার রায় চিত্রকর রূপে প্রথম আবির্ভূত হন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবম হাতম' গল্পের পাতা তোড়া ইলাসত্রেশন করেন সুকুমার। তিনি তখন সদ্য বিলেত থেকে

ফতোগ্রাফি ও প্রিন্তিং তেগনোলতি নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। এরপর ক্রমশ উপেন্দ্রকিশোরের ছবি কমতে থাকল বাড়তে থাকল সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি। এমন কি সঔশের দ্বিতীয় বছর থেকে সুকুমারের লেখা মত্তর মত্তর গল্প বেরোতে শুরু করল এবং এই সময় সঔশ সম্পাদনার ভার অনেকতাই নিত্তের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫ ডায়াবেতিস রোগে মাত্র ৫২ বছর বয়সে মৃত্যু হ'ল উপেন্দ্রকিশোরের। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সঔশ পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে সুকুমারের উপর।

১৯১৬ থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তানা আত বছর সঔশ সম্পাদনা করেন তিনি। উপেন্দ্রকিশোরের শিশুপাঠ্য সঔশকে কিশোর পাঠ্য ক'রে তুললেন সুকুমার। আরও চিত্তকর্ষক করে তুললেন সঔশকে। সুকুমার সম্পাদিত 'সঔশ' -এ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর নিত্তের আঁকা ছবিসহ মৌলিক ছড়া, কবিতা, গল্প, নাতক। আর তার সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছিল রঙিন সব ফতোগ্রাফ যা তখন একমাত্র নামী বিদেশি পত্রিকাতেই দেখা যেত। ১৩২২, মাঘ সংখ্যার সঔশে সচিত্র 'খিচুড়ি' কবিতাতি প্রকাশের সময় থেকেই শুরু হয় সুকুমারের খেয়াল রসের আশ্চর্য ক্তাৎ। এরপর সুকুমারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় লিখেছেন 'হ য ব র ল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। ফতোগ্রাফ সহ লিখেছেন ডেভিড লিভিংস্তোন, ত্রিস্তোফার কলম্বাস, ফ্লোরেন্স নাইতিঙ্গেল, সক্রেতিস, লুই পাস্তুর, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিসের কথা। লিখেছেন মেঘ বৃষ্টি, তলস্তম্ভ, সূর্যগ্রহণের কথা, গোরিলা, ঘোড়া, তিমি, সিন্ধু ঈগল, বিদ্যুৎমাছের কাহিনী আর তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন প্রাসঙ্গিক ফতো। প্রকৃতি পড়ুয়া করে তুলতে চেয়েছেন ছেলে-মেয়েদের। মার্কিন রকেত ছোঁড়ার বিষয়তি নিয়ে লিখলেন চাঁদমারি, বেতারযন্ত্র নিয়ে লিখলেন আকাশবাণীর কল। পাতালরেল নিয়ে 'ভুঁইফোড়' লিখলেন। 'তুতেন খামেনের সমাধি', 'ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকান্ড', 'সূর্যের পূর্ণগ্রহণ', কাপড় ও কাগত তৈরির কাহিনী, ক্লোরোফর্ম, বায়োস্কোপ, ডুবুরি ত্তহাত প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় কীভাবে ছোতদের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করা যায় সে বিষয়ে নতুন পথের দিশারী হলেন সুকুমার। ক্রমশ পারিবারিক ঘেরাতোপ থেকে তিনি পত্রিকাতিকে বার করে আনেন। এই সমই পত্রিকা সম্পাদনার কাতে তাঁকে সাহায্য করতেন দিদি সুখলতা এবং ভাই সুবিনয়। অলংকরণের কাতে সাহাত্য করতেন হিতেন্দ্র মোহন বসু (বিখ্যাত আর্তিস্ত, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত 'পাগলা দাশু' -র প্রথম সংস্করণের বেশির ভাগ ছবিই তাঁর আঁকা)। ২৪ ভাদ্র ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুকুমার রায় প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পত্রিকার কাত করে গেছেন তিনি তার প্রমাণ কার্তিক, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল তার আঁকা 'সূর্যাস্তে গঙ্গা'।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে সুকুমারের আকস্মিক প্রয়াণের পর সঔশ সম্পাদনার কাত শুরু করেন তাঁর ভাই সুবিনয় রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিদি সুখলতা। এছাড়া লেখক গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন মণীশ ঘতক, শিবরাম চক্রবর্তী, তলধর সেন, কুসুম কুমারী দাস প্রমুখেরা। কিন্তু, সুবিনয় রায় পত্রিকাতি বেশিদিন চালাতে পারেননি। কার্তিক, ১৩৩৩ সংখ্যার পর পত্রিকাতি বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে সঔশ পত্রিকার প্রাক্তন কর্মচারী করুণাবিণ্ডু ও সুধাবিণ্ডু বিশ্বাস প্রকাশ করেন 'নবপর্যায় সঔশ'। প্রথম সংখ্যাতিতেই উপেন্দ্রকিশোর - সুকুমারের অসামান্য দক্ষতার অভাব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। যদিও প্রচ্ছদ হয়েছিল সুকুমার অঙ্কিত ছবির পুনমুর্দ্রণ দিয়েই — নিচে লেখা ছিল 'আবার সঔশ'। তবু এই পর্যায়ে ইলাসত্রেশন কমে গিয়ে ফতোগ্রাফ বেশি ছাপা হ'তে থাকল। অলংকরণে সহায়তা করতেন প্রখ্যাত শিল্পী যতীন দাস, সমর দে। এই পর্যায়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি লীলা রায় (পরে মত্তুমদার)-এর লেখা ও আঁকা ছবিগুলি। তা সত্ত্বেও ১৩৪২-এর পর সঔশ নবপর্যায়ও বন্ধ হয়ে গেল।

সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর পর রায় বাড়ির সদস্যদের সম্পাদনায় সঔশ মাত্র চারবছর (১৯২৩-১৯২৭) চলেছিল। এত ভালো একতি পত্রিকার এভাবে হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়া সত্যত্তিতের কাছে এক বিরাত ত্র্যাত্তেডি মনে হয়েছিল, খুব আফসোস হ'ত তাঁর, এ যে কী কষ্টের তা অনুভব করেছিলেন তাঁর মা সুপ্রভা রায়ও। তাই আবার সঔশ প্রকাশ করার ত্য সুকুমারের আর এক বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে অনেকবার বলেছিলেন। মায়ের অনুরোধ এবং মনের কোণে লুকোনো নিত্তের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল সত্যত্তিৎ। এই সময়ের 'পাতাপাথর' (১৯৫৬) পত্রিকার সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রিকা অলংকরণের সূত্রে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাঁর। ১৯৬০ সালে মারা যান সুপ্রভা রায় আর ১৯৬১ সালে বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সত্যত্তিৎ রায় নতুন চেহারায় বার করলেন সঔশ পত্রিকা। প্রায় ৩৪ বছর পর সঔশ আবার প্রকাশিত হ'ল। এই সময় অনেক গুলি শিশু কিশোর পাঠ্য পত্রিকা ছিল। যেমন — শুকতারা, শিশুসাথী, মৌচাক, রামধনু ইত্যাদি। সম্পাদকীয় ভূমিকায় পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখলেন — '.... আবার সঔশ ঘরে ঘরে নির্মল হাসি ও আনঔের ভান্ডার খুলে দিক, হাসি ও আনঔের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানবুঞি ফুতিয়ে তুলুক। তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করে দিক' —অর্থাৎ প্রত্ম পরম্পরায় সঔশের লক্ষ্য একই থেকেছে। বদল যেতুকু এসেছে তা তার বাহ্যিক চেহারায়। দুতি অসাধারণ উপন্যাস দিয়ে সত্যত্তিতের সঔশ শুরু হ'ল — লীলা মত্তুমদারের 'তংলিং' এবং গীতা মুখোপাধ্যায়ের 'পিকলুর সেই ছোতকা'। চোখ তুড়োনো প্রচ্ছদ, ক্রাউন অত্যাডো সাইত এবং ঝকঝকে ছাপা। প্রতিতি পৃষ্টার লে আউতে ছিল মুন্সিয়ানা এবং সুনির্বাচিত সব লেখা। লেখার সঙ্গে থাকত প্রাসঙ্গিক ইলাসত্রেশন এবং সত্যত্তিতের বিখ্যাত সব ক্যালিগ্রাফি ও স্কেচ। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন বিভাগ যেমন — ছোতোদের হাত-পাকাবার আসর, প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর, খেলাধূলা, গল্পসল্প, চিঠিপত্র, ছবিতে নানান মত্তর বুঞিদীপ্ত খেলা, ধাঁধা, কার্তুন, কমিক্স ইত্যাদি। এই সময় সঔশ বেরোত ১৮২ ধর্মতলা স্ত্রীত থেকে। ১৯৬০ থেকে 'সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি'র উদ্যোগে লীলা মত্তুমদারের সম্পাদনায় সঔশ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৪ -তে পত্রিকার দফতর চলে এলো ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউতে। এই সময় সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের নাতনি নলিনি দাশ। এই সময় সঔশের লীলা মত্তুমদার এবং সত্যত্তিৎ রায়ের অসাধারণ সব লেখা বেরিয়েছে। যেমন, লীলা মত্তুমদারের লঙ্কা

দহন পালা, বালী-সুগ্রীব কথন, মাকু, নেপোর বই, বাতাস বাড়ি, ভুতোর ডায়রি। সত্যজিতের প্রায় সব লেখাই প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে সন্দেশে। ফেলুদার কাহিনী, প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনী, পতলবাবু ফিল্মস্তার, সেপ্টোপাসের খিদে এ সবই প্রথমে সন্দেশের পাতাতেই প্রকাশিত। ছোতদের তন্য চলচ্চিত্র শিক্ষা বিষয়ক প্রথম লেখা 'সিনেমার কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় সন্দেশে।

সন্দেশের তিন সম্পাদক সত্যজিৎ রায়, লীলা মতুমদার এবং নলিনী দাশকে ঘিরে গড়ে ওঠে সন্দেশী লেখক গোষ্ঠী। যাঁরা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত শিশু সাহিত্যিক হয়েছেন, যেমন, শিশির কুমার মতুমদার, অত্রে রায়, রেবন্ত গোস্বামী, মঞ্জিল সেন। এছাড়া ষাত-সত্তর-আশির দশকের বাংলার দিকপাল লেখক যেমন– স্বপণ বুড়ো, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাত, নবনীতা দেবসেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকেই একাধিক লেখা লিখেছেন এখানে। এছাড়া 'সন্দেশী' লেখক দলের প্রণব মুখোপাধ্যায়, অরুণিমা রায়চৌধুরী, ভবানীপ্রসাদ দে, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, রাহুল মতুমদার — আতও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

১৯৬১-১৯৯২ দীর্ঘ ৩১ বছর সন্দেশ সম্পাদনা করেছেন সত্যজিৎ। কিন্তু কখনোই একা নয়- প্রথম দু'বছর সঙ্গে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তারপর সঙ্গে নিলেন লীলা মতুমদারকে এবং তারও পর সহযোগী সম্পাদক হলেন নলিনী দাশ। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরের বছরেই (১৯৯৩ খ্রিঃ) মারা যান নলিনী দাশও। ফলে হঠাৎই 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ১০-১২ বছর ধ'রে সন্তীপ রায় এবং অমিতানন্ত দাশের সম্পদনায় সন্দেশ আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকুল্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সন্দেশ পত্রিকার সেই কৌলীন্য আর নেই। তবু এই একশো দুই বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সন্দেশ শুধুমাত্র একতি পত্রিকা হয়ে থাকেনি তা মিশে গেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সঙ্গে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি যততুকু ঋণ হয়েছে তার পিছনে সন্দেশের অবদান অনেকখানি।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সন্দেশ - প্রথমবর্ষ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।
২। সন্দেশ - দ্বিতীয়বর্ষ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
৩। সন্দেশ - তৃতীয়বর্ষ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।
৪। উপেন্দ্র কিশোরের সেরা সন্দেশ - সংকলক শৈলেন ঘোষ, পারুল প্রকাশনী,২০১৪।
৫। সন্দেশ সেরা গল্প সংকলণ (১৯৬১-২০০০) — প্রসাদ রঞ্জন রায় এবং অন্যান্য সম্পাদিত, দে'ত পাবলিশিং, তনুয়ারী, ২০১৩।
৬। সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলণ (১৯৬১-২০০০) — প্রসাদ রঞ্জন রায় এবং অন্যান্য সম্পাদিত, দে'ত পাবলিশিং, তনুয়ারী, ২০১৩।
৭। শতায়ু সুকুমার— শিশির কুমার দাশ সম্পাদিত, কারিগর, আগষ্ট, ২০১২।
৮। রঙতুলির সত্যজিৎ — দেবাশীষ দেব, সিগনেত প্রেস, নভেম্বর, ২০১৪।